৩.ইমাম ছাড়া জিহাদ; ইতিহাসের বাকে বাকে (পর্ব-১ ভন্ড নবী আসওয়াদ আনসীকে হত্যা)

ইমাম ছাড়া জিহাদ একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, চারো মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইমাম ছাড়া জিহাদের অনুমতি প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে পূর্বেও ভাইয়েরা লেখালেখি করেছেন। বিশেষকরে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের লিখিত প্রবন্ধটি এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। এতে একাধিক সহিহ হাদিসের পাশাপাশি চারো মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যও পেশ করা হয়েছে। নিচের লিংক থেকে লেখাটি পড়ে নিতে পারেন।
https://my.pcloud.com/publink/show?c...9e1rKFbBOLyxX7

তবে, আমি একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাসয়ালাটি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি, তা হলো, ইমাম ছাড়া জিহাদ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমানা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চলমান রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরণের একাধিক জিহাদের ব্যাপারে অবগতি লাভ করেছেন। কিন্তু কোন আপত্তি তুলেননি। তিনি বলেননি যে, আমার অনুমতি নেওয়া ছাড়া তোমাদের জন্য এ ধরণের যুদ্ধ-আক্রমন করা ঠিক হয়নি। তেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর থেকে আজ পর্যন্ত ইমাম ছাড়া জিহাদ চলমান রয়েছে। দীর্ঘ বারোশত বছর পর্যন্ত কোন আলেম এর উপর আপত্তি তুলেননি। বরং অনেকেই এধরণের জিহাদের প্রশংসা করেছেন, অনেকে এতে অংশগ্রহণও করেছেন। যা প্রমাণ করে ইমাম ছাড়া জিহাদ বৈধ হওয়া উম্মাহর আমলে মুতাওয়ারাস বা যুগ যুগ ধরে চলমান নিরবিচ্ছিন্ন কর্মধারা। হ্যাঁ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে যখন মুসলিমরা ওয়াহান আক্রান্ত হয়ে যায়, জিহাদ ও শাহাদাহর প্রতি তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি বেড়ে যায়, তখন তারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য জিহাদের জন্য এধরণের মনগড়া শর্ত আরোপ করতে শুরু করে। এ প্রবন্ধে আমরা ইনশাআল্লাহ ধারাবাহিকভাবে যুগে যুগে ইমাম ছাড়া জিহাদের ঘটনাবলী তুলে ধরবো। আল্লাহ আমাদের কাজ সহজ করে দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদের একাধিক ঘটনা ঘটেছে, এরমধ্যে অন্যতম হলো, মহান সাহাবী আবু বাসীর ও তার সাথীদের ঘটনা যা উল্লিখিত প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আরেকটি হলো, বিখ্যাত সাহাবী সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর ঘটনা। এ ব্যাপারে ইনশা্আল্লাহ আগামীতে আলোচনা করবো। আজকে রাসূলের যুগের তৃতীয় আরেকটি ঘটনা

বর্ণনা করছি, তা হলো সাহাবী ফিরোজ দাইলামী কর্তৃক ইয়ামানের ভন্ড নবী আসওয়াদ আনসীকে হত্যার ঘটনা।

হাফেয ইবনে হাযার রহ সহিহ বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেন,

وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في "الدلائل" من طريقه من حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال: خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس يعني بسكون النون وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق بمهملتين وقاف مصغر والآخر شقيق بمعجمة وقافين مصغر، وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس، وكان باذان عامل النبي صلى الله عليه وسلم بصنعاء فمات، فجاء شيطان الأسود فأخبره، فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان ، فذكر القصة في مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا؛ وقد سقته المرزبانة الخمر صرفا حتى سكر، وكان على بابه ألف حارس. فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه، وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت، وأرسلوا الخبر إلى المدينة فوافى بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه. (فتح الباري: 8/93 ط. دار الفكر)

“হাফেয ইয়াকুব বিন সুফিয়ান ও বাইহাকী তার ‘দালায়িলুন

নুবুওয়্যাহ’ গ্রন্থে নোমান বিন বুযরুজের সূত্রে বর্ণনা করেন, “মিথ্যাবাদী আসওয়াদ নবী হওয়ার দাবী করে। সে ছিল আনস গোত্রের। তার সাথে দুটো শয়তান ছিল, একটার নাম সুহাইক অপরটার নাম শুকাইক। তারা আসওয়াদকে চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত করতো। ইয়ামানের সানআ নগরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ হতে নিযুক্ত গভর্ণর ‘বাজান’ মৃত্যুবরণ করলে শয়তান এসে আসওয়াদকে এ সংবাদ জানায়। তখন সে তার গোত্রের লোকদের নিয়ে সনআ দখল করে নেয় এবং ‘বাজানে’র স্ত্রীকে বিয়ে করে।

তখন বাজানের স্ত্রী আসওয়াদকে হত্যা করার জন্য দাদাওয়াইহ, ফিরোয ও অন্যদের সাথে পরিকল্পনা করে। একদিকে বাজানের স্ত্রী আসওয়াদকে খালেস শরাব পান করিয়ে মাতাল করে রাখে অপরদিকে ফিরোয ও তার সাথীরা আসওয়াদকে হত্যা করার জন্য তার ঘরে আসে। তবে আসওয়াদের ঘরের দুয়ারে একহাজার সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল, তাই তারা দেয়াল ছিদ্র করে আসওয়াদের ঘরে প্রবেশ করে। এরপর ফিরোয আসওয়াদকে হত্যা করে তার মাথা কেটে নেন এবং বাজানের স্ত্রী ও পছন্দনীয় মালামাল সহ ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। তারা এই সুসংবাদ রাসুলের নিকট প্রেরণ করেন, রাসুলের মৃত্যুর সময় যা মদীনায় পৌঁছে।” আবুল আসওয়াদ উরওয়া রহ. এর থেকে

বর্ণনা করেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের একদিন একরাত পূর্বে আসওয়াদকে হত্যা করা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে তা অবগত হয়ে সাহাবীদেরকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন। রাসূলের ইন্তিকালের পরে খলীফা আবু বকরের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে। -ফাতহুল বারী, ৮/৯৩

ইমাম নাসায়ী তহাবী ও তবরানী রহ. বর্ণনা করেন, “ফিরোয দাইলামী আসওয়াদ আনসীর কর্তিত মস্তক নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেন।” হাফেয ইবনুল কাত্তান ও হাফেয হাইসামী রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। হাফেয ইবনে হাযার হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, “হাদিসের এ অর্থ হতে পারে যে, ফিরোয রাসূলকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আগমন করেন, কিন্তু তিনি নবীজির নিকট পৌঁছার পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।” -আসসুনানুল কুবরা, নাসায়ী, ৮৬১৯ শরহু মুশকিলুল আছার, ২৯৬০ আলমু’জামুল কাবীর, তবরানী, ৮৪৮ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাইসামী ৯৬৯৩ আততালখীসুল হাবীর, ইবনে হাযার, ৪/২৮৭ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

এখানে লক্ষ্যনীয়:-

ক. উরওয়া রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সাহাবীদেরকে এ সংবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে বলেননি যে, আমার অনুমতি ছাড়া তাদের এ জিহাদ সঠিক হয়নি। তারা চরম অন্যায় করেছে, যদি তারা এ আক্রমনের সময় নিহত হতো তবে তারা জান্নাতী না হয়ে জাহান্নামী হতো। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন, আজ কিছু কিছু পোশাকী আলেম-শায়েখ এধরণের কথাই বলছেন, তারা ইমাম ছাড়া জিহাদকে শুধু হারামই বলছেন না, বরং যারা তা করবে তাদেরকে জাহান্নামীও বলে দিচ্ছেন, এটা আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কত বড় আস্পর্ধা, মুমিন যতই অন্যায় করুক আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, তাহলে এরা কেন (তাদের ধারণা অনুযায়ী) ইমাম ছাড়া জিহাদকারী অপরাধী মুমিনদের (?) ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা করে দিচ্ছে। এটা কি আল্লাহর ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ নয়? আসলে এ ধরণের ফতোয়া তাদেরকে শয়তান ও তার দোসররা শিখিয়েছে, আমেরিকার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক র*্যান্ড কর্পোরেশন তাদের এক গবেষণায় মুসলামানদের জিহাদ থেকে বিমুখ করার জন্য আমেরিকাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছে, যার একটা হলো, আলেমদের মাধ্যমে ইস্তেশহাদী হামলাকে আত্মহত্যা বলা ও হামলাকারীদের জাহান্নামী হওয়ার ফতোয়া প্রচার করা। (দেখুন, আলজিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, শুবুহাত ও রুদুদ, রশাদ ইবরাহীম, পৃ: ৪

বইটির লিংক,
https://my.pcloud.com/publink/show?c...RDfmIGM4TYW06y)

খ. আসওয়াদ আনসীকে হত্যার সংবাদ রাসূলের জীবদ্দশায় পৌঁছাক বা তার ইন্তেকালের পর, আবু বকর রাযি, এর নিকট যে এ সংবাদ পৌঁচেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু না আবু বকর রাযি. এর উপর কোন আপত্তি তুলেছেন, না অন্য কোন সাহাবী। এতে প্রমাণ হয় ইমাম ছাড়া জিহাদের বৈধতা সাহাবীদের সর্বসম্মত মত। আর বাস্তবতাও এমনই, জিহাদের জন্য এ ধরণের শর্ত সাহাবীদের কল্পনাজগতেও কখনো উদয় হয়নি। এটা তো জিহাদ বিরোধী আলেম ও শায়েখরা পিঠ বাচানোর জন্য আবিষ্কার করেছে।

গ. **আমাদের আলোচ্য ঘটনাটি লোন উলফ হামলা ও টার্গেট কিলিং অঙ্গের সাথে কতই না সাদৃশ্যপূর্ণ। এর দ্বারা কত সহজে কত বড় ফিৎনা নির্মুল হয়ে যায়। অথচ যদি মুজাহিদ বাহিনী পাঠিয়ে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের মাধ্যমে এ ফিৎনা নির্মূল করার চেষ্টা করা হতো তাহলে হয়তো কত রক্তপাতই না হতো।** যা আমরা আসওয়াদের মতই আরেক ভন্ড নবী মুসাইলামার ফিৎনা নির্মূল করার ক্ষেত্রে দেখেছি।

মুসাইলামার বিপক্ষে যুদ্ধে এত অধিক পরিমান কারী শহিদ হন যে, উমর রাযি. কুরআন হারিয়ে যাওয়ার আশংকা করেন এবং আবু বকর রাযি. কে কুরআন সংকলনের পরামর্শ দেন। -দেখুন, সহিহ বুখারী, ৪৯৮৬

৪.ইমাম ছাড়া জিহাদ; ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে (দ্বিতীয় পর্ব, গাযওয়ায়ে যি- করদ)

ষষ্ঠ হিজরিতে মুসলিমরা হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার পর গাতফান গোত্রের মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী পাল লুট করার জন্য অতর্কিত আক্রমণ করে বসে এবং রাসূলের উটনীপাল নিয়ে পলায়ন করে। মহান সাহাবী সালামাহ বিন আকওয়া রাযি. এ আক্রমণের সংবাদ শুনে তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং একাই উটগুলো উদ্ধার করেন। সালামা ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। তিনি তীর নিক্ষেপ করে করে মুশরিকদের বিপর্যস্ত করে ফেলেন। এরপর রাসূলের ঘোড়সওয়ার বাহিনী এসে মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে। মুশরিকদের নেতা আব্দুর রহমান বিন উয়াইনাহ সহ আরো দুয়েকজন নিহত হয়। বাকী কাফেররা জিনিষপত্র ফেলে জান নিয়ে পালিয়ে যেতে

সক্ষম হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ গাযওয়াতু যি-করদ নামে প্রসিদ্ধ। সহিহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে,

عن سلمة بن الأكوع، قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان، قال: فصرخت ثلاث صرخات، يا صباحاه، قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا، وأقول:

أنا ابن الأكوع ... واليوم يوم الرضع

فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثلاثين بردة، قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، فقال: «يا ابن الأكوع ملكت فأسجح»، قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.

(صحيح البخاري(3041 ، 4194) صحيح مسلم 18061807 ،)

"সালামা ইবন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফজরের আযানের আগেই বের হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সা) এর দুধেল উটনীগুলো তখন যু-কারদে (চারণ ভূমিতে) চরছিল। তখন আব্দুর রহমান ইবন আওফ

(রা.) এর গোলাম আমার সামনে পড়লো। সে বললো, রাসুলুল্লাহ (সা) -এর দুধেল উটনী সমূহকে নিয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে সেগুলো নিয়ে গেছে? সে বলল, গাতফান গোত্রের লোকেরা। সালামা বলেন, তখন আমি উচ্চস্বরে তিনবার হাঁক দিলাম, সাহায্য চাই, সাহায্য। মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী সবাইকে আমি আমার সে হাঁক শোনালাম। তারপর সোজা বেরিয়ে পড়লাম এবং যু-কারদে গিয়ে তাদের (লুটেরাদের)-কে পেলাম। তারা তাদের পশুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তখন আমি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। আমি ছিলাম একজন (দক্ষ) তীরন্দাজ। আমি বীরত্ব সূচক কবিতা আবৃতি করছিলাম, 'আমি আকওয়ার পুত্র, আজ ইতরদের ধ্বংসের দিন (কিংবা আজ তার দিন, যে শৈশব থেকে যুদ্ধের স্তন্য পান করেছে)।

আমি আমার তীর নিক্ষেপ ও বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃতি করতে থাকলাম। অবশেষে আমি দুধেল উটনীগুলো মুক্ত করলাম। এমনকি আমি তাদের ত্রিশটি (বড়) চাদরও ছিনিয়ে নিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সা) ও লোকজন এসে পড়লেন। তখন আমি বললাম, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি তাদের পানির পথ রুদ্ধ করে রেখেছি, তাই তারা পিপাসার্ত। এবার আপনি একটি বাহিনী প্রেরণ করুন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সালামা! তুমি ওদের

উপর বিজয়ী হয়েছো। এবার ওদের প্রতি দয়া করো। সালামা (রা.) বলেন, তারপর আমরা ফিরে এলাম। রাসুলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁরই উটনীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। -সহিহ বুখারী, ৩০৪১; ৪১৯৪ সহিহ মুসলিম, ১৮০৬ (ইফা, ৪/৩৪৫-৩৪৬)

সহিহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, সালামা বিন আকওয়া আক্রমণের কথা জানতে পেরে রাসূলের নিকট সংবাদ পাঠান এবং তিনবার ঘোষণা প্রদান করে মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করেন। পরদিন ভোর হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের আজকের উত্তম অশ্বারোহী ছিলো আবু কাতাদাহ্ এবং উত্তম পদাতিক ছিলো সালামা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামাহ বিন আকওয়াকে গনিমত হতে দুটি অংশ প্রদান করেন, ঘোড়সওয়ারের অংশ এবং পদাতিকের অংশ।" –সহিহ মুসলিম, ১৮০৭

এ যুদ্ধ ইমামের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল। কেননা সালামা বিন আকওয়া রাযি. আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর নবীজির অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা করেননি। বরং তিনি নবীজির কাছে সংবাদ প্রেরণ করেছেন। পাহাড়ে উঠে তিনবার হামলার ব্যাপারে সতর্ক

করে ঘোষণা দিয়েছেন। এরপরই শত্রুর পিছে ধাওয়া শুরু করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য তার কোন নিন্দা করেননি। বরং তার বীরত্বমূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নিজের পেছনে বসিয়ে মদীনায় নিয়ে এসেছেন। তার প্রশংসা করে বলেছেন, "আজকের যুদ্ধে আমাদের সর্বোত্তম পদাতিক সৈন্য হলো সালামাহ।" পুরস্কারস্বরূপ তাকে দিগুণ গনিমত প্রদান করেছেন। এজন্যই বিশিষ্ট আলেমগণের বোর্ড কর্তৃক সংকলিত ফিকহে ইসলামীর বে-নজির কিতাব 'মওসুয়াহ ফিকহিয়্যাহ'য় শত্রু আক্রমণের সময় ইমামের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হওয়ার দলিল স্বরূপ এ হাদিস পেশ করা হয়েছে, মওসুয়াহর ইবারত দেখুন,

صرح الشافعية والحنابلة بأنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير المولى من قبله ؛ لأن الغزو على حسب حال الحاجة ، والإمام أو الأمير أعرف بذلك ، ولا يحرم ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس ، والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد .
ولأن أمر الحرب موكول إلى الأمير ، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ، ومكامن العدو وكيدهم ، فينبغي أن يرجع إلى رأيه ؛ لأنه أحوط للمسلمين ؛ ... إلا أن يفجأهم عدو يخافون تمكنه، فلا يمكنهم الاستئذان، فيسقط الإذن باقتضاء قتالهم، والخروج إليهم لحصول الفساد بتركهم انتظارا للإذن.
ودليل ذلك أنه لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم صادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة فتبعهم وقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير

رجالتنا سلمة بن الأكوع ، وأعطاه سهم فارس وراجل
وزارة الأوقاف والشئون 136 /الموسوعة الفقهية الكويتية (16
الإسلامية – الكويت الطبعة : من 1404 - 1427 هـ)

“শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়, হারাম নয়। কেননা জিহাদ করতে হয় প্রয়োজন অনুপাতে। আর এ ব্যাপারে ইমামই সম্যক অবগত। তবে তা হারামও হবে না। কেননা এতে বেশি থেকে বেশি নিজেকে বিপদে ফেলা হয়। আর জিহাদের ক্ষেত্রে নিজের জানকে বিপদের সম্মুখীন করা বৈধ। তাছাড়া যুদ্ধের বিষয়াদি আমিরের নিকট ন্যস্ত। শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাসল্পতা, তাদের গোপন ঘাটি ও চক্রান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন। তাই তার মতানুযায়ী জিহাদ করা উত্তম এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহায়ক।

তবে যদি এমন শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করে বসে যাদের ঘাটি গেড়ে বসার আশংকা রয়েছে, বিধায় অনুমতি নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে শত্রুদের যুদ্ধের কারণে অনুমতি নেওয়ার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, যখন কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর উপর আক্রমণ করে তখন সালামা বিন আকওয়া তাদের পিছু ধাওয়া করেন এবং ইমামের অনুমতি ব্যতীতই তাদের সাথে

যুদ্ধ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজের প্রশংসা করে বলেন, আজ আমার পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো সালামা বিন আকওয়া এবং তাকে ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্য উভয়ের সমান গনিমত প্রদান করেন। -মওসুয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ, ১৬/১৩৬

প্রথম পর্বের লিংক:-
https://dawahilallah.com/showthread....%26%232494%3B)